সংবাদ

তারিখ ... 2 JUN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম ③

দুর্নীতি সনদ বিক্রি ভর্তিবাণিজ্য মহামারী রূপ নিয়েছে

● নির্বিকার শিক্ষা প্রশাসন

রাকিব উদ্দিন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি, সনদ বিক্রি ও ভর্তি বাণিজ্য মহামারী আকার রূপ নিয়েছে। এ সবের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কঠোর অবস্থানে থাকলেও ক্রমশ রহস্যজনক রূপ নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা। প্রভাবশালী শিক্ষা ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যের কাছে নতজানু হয়ে পড়ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রভাবশালী মহলের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নেয়ারও অভিযোগ উঠেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এ সম্পর্কীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং ইউজিসি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশের শীর্ষ স্থানীয় বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিও (এনএসইউ) দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এ ছাড়া ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, শান্তা-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রয়েল ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা, ভিক্টোরীয়া ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটিসহ ৫৬টি বেসরকারি

সনদ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

সনদ : বিক্রি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের (নতুন ৮টি ছাড়া) মধ্যে প্রায় ৫০টিই দুর্নীতির করাল গ্রাসে আক্রান্ত। চলছে নিয়ম ভাঙার উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা। কিন্তু প্রভাবশালী মহলের তদবিরের কাছে অসহায় হয়ে পড়ছে শিক্ষা প্রশাসন। বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' প্রণয়ন করা হলেও এর বাস্তবায়ন চলছে একেবারেই দায়সারাভাবে। মাঝে মধ্যে ইউজিসি দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাচার নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিলেও অজ্ঞাত কারণে তাও খোঁয়া যায় কিংবা লাল ফিতায় বন্দী থাকে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসি সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) প্রফেসর ড. আতফুল হাই শিবলী সংবাদকে বলেছেন, 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম তদন্তাধীন আছে। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসনে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। ভিক্টোরীয়া ইউনিভার্সিটিতে বৈধ ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগের বিষয়ে গতবছর মন্ত্রণালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে। এখন সরকারই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগ দিতে পারে'।

প্রাইম ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরা ক্যাম্পাসটি অবৈধ। এটা বন্ধ করতে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হয়েছে। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে'।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক দাবিদার সব পক্ষকেই কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হচ্ছে।

সনদ বাণিজ্য চলছেই : ইউজিসি সূত্র জানায়, সনদ বাণিজ্যে (সার্টিফিকেট সেলিং) শীর্ষে আছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ (এইউবি), দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, ভিক্টোরীয়া ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ। ইউজিসি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সনদ বিক্রির অভিযোগের প্রমাণ পেলেও কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি সরকার। কারণে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তাদের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সখ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউজিসির কর্মকর্তারা জানান, ইউজিসি কেবল অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, সনদ বাণিজ্য চিহ্নিত করতে পারে এবং কি ব্যবস্থা নেয়া যায় সে বিষয়ে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে কেবল চ্যান্সেলরের কার্যালয় তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০০৭ সালের ৪র্থ সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক এক হাজার ৫৩১ জনকে সনদ প্রদানের অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও পরে বিভিন্ন সময়ে অতিরিক্ত ছয় হাজার ২০ জনকে অননুমোদিতভাবে ডিগ্রি প্রদান করেছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ। এ ছাড়া পও হয়ে যাওয়া ৫ম সমাবর্তন চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদিত চার হাজার ৭০৯ জনের স্থলে ১০ হাজার ২২৬ জনকে অননুমোদিতভাবে সনদ প্রদানের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলেও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে গতবছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন রাষ্ট্রপতি।

এ ছাড়া দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে দেশব্যাপী ৮৬টি অবৈধ ক্যাম্পাস স্থাপন করে সনদ বিক্রি করছে বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী ব্যক্তি। এর মধ্যে আবুল হোসেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলায় অবৈধ ক্যাম্পাস খুলে সনদ বিক্রি করছেন বলে ইউজিসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তিনি রাজধানীর উত্তরায় প্রাইম ইউনিভার্সিটির নামে অবৈধভাবে শাখা ক্যাম্পাস খুলে সনদ বাণিজ্য করছেন বলেও ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকপক্ষের অভিযোগ। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মালিকপক্ষের এক ব্যক্তি নিজেদের প্রতিষ্ঠান থেকে ভুয়া সনদ (অনার্স) সংগ্রহ করেছেন বলে ইউজিসি জানিয়েছে। তাছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারেরও অভিযোগ পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। ভিক্টোরীয়া ইউনিভার্সিটির যত অনিয়ম : প্রায় নয় বছর ধরে অবৈধভাবে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার বসিয়ে সনদ বাণিজ্য করছে ভিক্টোরীয়া ইউনিভার্সিটির মালিকপক্ষ। বিধি ভঙ্গ করে সমাবর্তন ছাড়াই কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে সনদ। এ অবস্থায় গত বছরের ১১ জুলাই ভিক্টোরীয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে কারণ দর্শানো (শো-কজ) নোটিশ দিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০০৩ সালে সরকার থেকে সাময়িক অনুমোদন নিয়ে ভিক্টোরীয়া ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু হয়। পরে কোন সরকারই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারকে মনোনয়ন দেয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা নিজেদের মনোনীত ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে চলছে, কারা পরিচালনা করছে, কতজন শিক্ষার্থী পড়ছে, কী পাঠদান করা হচ্ছে এবং কোর্স শেষে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সনদ প্রদান করা হচ্ছে কি না তা সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার নজরদারিতে নেই।

এনএসইউর যত অনিয়ম : এনএসইউর বিরুদ্ধেই এবার অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রমাণ পেয়েছে ইউজিসি। গত এক বছরেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫০০ ছাত্রছাত্রীকে অবৈধভাবে ভর্তি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এবারও ১২১ ছাত্রছাত্রীকে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ভর্তি করা হয়েছে। এনএসইউ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান ও তার মদতদাতা চার ট্রাস্টি সদস্য ভর্তি বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নিজস্ব তহবিলের প্রায় ১০৭ কোটি টাকা সরিয়ে ফেলারও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এনএসইউর পাঁচ শিক্ষক চাকরিচ্যুত : গ্রেড জালিয়াতি, টাকার বিনিময়ে গ্রেড দেয়া, খাতা মূল্যায়নে অসামঞ্জস্যতা, যোগ্য শিক্ষার্থীদের গ্রেড না দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে এনএসইউ পাঁচজন শিক্ষক চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট। ২৮ মে বিকেলে সিন্ডিকেটের সভায় তাদের চাকরিচ্যুতির সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সিন্ডিকেট সদস্যরা জানিয়েছেন। কিছু দিনের মধ্যে তারা চাকরিচ্যুতির চিঠি পেয়ে যাবেন। চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা হলেন বিজনেস স্কুল অনুষদের প্রফেসর ড. গোলাম মুহাম্মদ, একই অনুষদের অমিতাভ বোস পাপ্পী, সোহেল মোস্তফা, মাহমুদ করিম ও আবু জার মো. সাইফুদ্দিন।